দৈনিক
ইত্তেফাক
তাং- ১৪-০২-২০০৭

বিশ্ব ভালোবাসা দিবস

■ ইয়াসমিন আরা লেখা ■

'ভ্যালেন্টাইন ডে'

১৪ ফেব্রুয়ারি 'ভ্যালেন্টাইন ডে' বা বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। পৃথিবীর সব প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে এ দিনটি বহু আকাঙ্ক্ষিত ও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে যুগে যুগে এ বিশেষ দিনটিকে কেন্দ্র করে ইতিহাস রচিত হয়েছে। মধ্য ফেব্রুয়ারিতে বসন্তের আগমণ যেমন পৃথিবীকে পরম ভালোবাসায় রাঙিয়ে তোলে, তেমনি বিশ্বের প্রতিটি প্রেম পিপাসু নর-নারীর মনে এ দিনটি বিশেষভাবে দোলা দিয়ে যায়। মূলত এ দিনে তাদের প্রেমকে বাৎসরিকভাবে স্বীকৃতি দান করে এবং তাদের এ বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে তোলে।

'ভ্যালেন্টাইন'স ডে' কী বা এর উৎস জানতে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। মধ্য যুগে দু'জন সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন'স ভালোবাসার স্বীকৃতি দিতে অকালে প্রাণ উৎসর্গ করে ছিলেন। রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াসের সময় থেকে ক্যাথলিক পাদ্রী ভ্যালেন্টাইন'স এর নামানুসারে এদিনটির নামকরণ করা হয়েছে। নিষ্ঠুর ক্লডিয়াস একটি আইন প্রণয়ন করেছিলেন যে তৎকালীন রোমে কোন যুবক বিয়ে করতে পারবে না। কারণ বিবাহিত যুবক ভালো সৈন্য হতে পারে না। সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন আইন অমান্য করে গোপনে যুবক যুবতীদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ফলশ্রুতিতে ক্লডিয়াস তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং পরবর্তীতে ১৪ ফেব্রুয়ারি তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড দেন। আরো কথিত আছে যে ভ্যালেন্টাইন কারাগারে থাকাকালীন সময়ে জেলারের মেয়ের সঙ্গে তার প্রেম হয়। এই মেয়ের প্রতি পরম ভালোবাসার বহিপ্রকাশ হিসাবে তিনি মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে চিরকুট লিখেন "তোমার ভ্যালেন্টাইন থেকে"। অকালে প্রাণদানকারী সেইন্ট ভ্যালেন্টাইনসদের পবিত্র ভালোবাসাকে অমরন স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে বিশ্বের প্রেমিক যুগল এই দিনটি পালন করে থাকেন।

বেলারুসের এক তথ্য থেকে জানা যায়, সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন তার প্রেমিকার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলেন। তার নির্দেশ অনুসারে মৃত্যুর পর তার স্পন্দরত হৃদপিন্ডটি তার প্রেমিকার কাছে পাঠানো হয়েছিল। তার এই উপহারটি অমর ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ দান। তখন থেকেই ভালোবাসা দিবসের আনুষ্ঠানিকতায় হৃদয় আকৃতির বিভিন্ন কার্ডের সূচনা হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই এই প্রতীক সর্বসম্মতভাবে ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়।

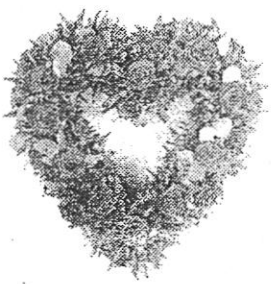

উনিশ শতক থেকে আমেরিকায় 'ভ্যালেন্টাইন ডে' পালিত হয় ব্রিটিশ অভিবাসীদের মাধ্যমে। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে ভ্যালেন্টাইন কার্ড বিনিময় শুরু হয় ১৯৪৭ সাল থেকে। চীনেও ভালোবাসা প্রকাশের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। ভ্যালেন্টাইন ডে পালনের আগে তারা বছরের দুই দিন ভালোবাসা দিবস হিসাবে পালন করতো। বর্তমানে পশ্চিমা ধাচে ১৪ ফেব্রুয়ারি তারা এ দিনটি পালন করে থাকে। এ দিনটি তারা পরস্পর আরো নিবিড় ভালোবাসার বন্ধনে প্রত্যয়ী হয়। প্রেমের স্বীকৃতি প্রদান করে কার্ড, ফুল, চকোলেট, কেক প্রভৃতি বিনিময় করে। এ দিনটি তাদের জীবনে ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত হয়। আমেরিকার এক অভিনন্দন কার্ড সংঘের পরিসংখ্যানে জানা যায়, সারা বিশ্বে প্রায় এক বিলিয়ন কার্ড বিনিময় হয়। এ পরিসংখ্যানে দেখা যায় নারীরা প্রায় ৮৫% কার্ড ক্রয় করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ভালোবাসা প্রকাশে নারীরা পুরুষদের চেয়ে অগ্রগামী।

বাংলাদেশেও ভালোবাসা দিবস পালনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। পশ্চিমা দেশের অনুসরণে এ দিনে প্রেমিক যুগল তাদের প্রেমের স্বীকৃতি প্রদান করে কার্ড, ফুল, চকোলেটসহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী বিনিময় করে। বাংলাদেশে অনেক যুগল এ দিনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের প্রেমকে ইতিহাসের অংশীদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এগুলো মানুষের জীবনে অফুরন্ত শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে। এই শক্তি মানুষের মানসিক ক্লান্তি দূর করে সমান্তরালভাবে শরীর ও মনে যে ক্ষমতা ও যোগ্যতার সঞ্চয় করে, ত মানুষকে গঠনমূলক ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে প্রেরণা যোগায়। ফলশ্রুতিতে মানুষ ভাগ্যকে জয় করে নিয়ে এর সুফল পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চালিত করতে পারে। তাই সংক্ষেপে বলা যায় নারী-পুরুষের ভালোবাসা মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনের একটি বিশেষ উৎস। এই উৎস পরিব্যপ্ত হয়ে পিতা-মাতা, সন্তান, ভাই-বোন, শিক্ষক-ছাত্র প্রভৃতিতে সঞ্চালিত হয়। সব ধরনের ভালোবাসাই আমাদের জীবন চলার পথে অপরিহার্য অনুসঙ্গ। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ছাড়াও ভাষার প্রতি, দেশের প্রতি, বিশ্বের প্রতি আমাদের ভালোবাসা রয়েছে। তাইতো ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ১৯৫২ সালে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল বাংলার দামাল ছেলেরা। আর একাত্তরে জীবন বাজি রেখে বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল বীর বাঙালী। দেশপ্রেমের অদম্য শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছিল তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর হীন তৎপরতা। বর্তমান সংঘাত বিক্ষুব্ধ বিশ্বে ভালোবাসা দিবসের প্রতীকী মূল্য অপরিসীম। তাই ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসার দরজা খুলে দিতে হবে সবার জন্যে। ভ্যালেন্টাইনদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানিয়ে বিশ্বব্যাপী আমাদের ভালোবাসাকে পরিব্যাপ্ত করতে হবে। ভালোবাসার অফুরন্ত শক্তি মানুষকে সংঘবদ্ধ করে, পথভ্রষ্ট মানুষকে আলোর পথ দেখায়। এ আলোকবর্তিকা অফুরন্ত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে বর্ণময় করে তোলে। ভালোবাসা সব শক্তির আধার। ভালোবাসার শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে আমরা সকল অশুভ শক্তিকে নাশ করতে পারি এবং সুখী সমৃদ্ধশালী পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি।

[লেখক : ডীন, শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা অনুষদ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।]